নিক বাংলা

রাষ্ট্রায়ত্ত ক
নিয়ে কথা

কিছু দিন আগে রাষ্ট্রায়ত্ত কলেজের শিক্ষকদের কথা লিখেছিলাম। এই কলেজগুলির সংখ্যা ৬৬। এখন আবার এই কলেজগুলি নিয়ে কথা উঠেছে। কিছু সমস্যার কথা বলা হচ্ছে। আমি মনে করি এ সমস্যার সমাধান মোটে কঠিন নয়।

এই কলেজগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে বছর দুয়েক হল। রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর এই কলেজের সকল শিক্ষককে মাসে ঢালাও ভাবে ৭৫০ টাকা বেতন দেয়া হচ্ছে। প্রভাষক হতে বিভাগীয় প্রধান, উপাধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষ সকলেরই মাসে ৭৫০ টাকা। প্রবীণ শিক্ষকেরা অনেকেই ১৫০০ হতে ২০০০ টাকা বেতন পেতেন। তাদের দাবী ছিল চূড়ান্ত বেতন নির্ধারণ সাপেক্ষে তাদের পূর্বের বেতন দেয়া হোক।

আমার মনে হয় প্রত্যেককেই মাসে ৭৫০ টাকা দেবার সিদ্ধান্ত সাময়িক। এবং এ ব্যাপারে অবিলম্বে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। কারণ কর্তৃপক্ষও নিশ্চয়ই জানবেন যে সকলের এক বেতন হলে শিক্ষকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। হঠাৎ একদিন কলেজের কনিষ্ঠতম প্রভাষক আর অধ্যক্ষের বেতন এক হয়ে গেলে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হয়। আমি আশা করব এ ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এরপর সমস্যা আছে রাষ্ট্রায়ত্ত কলেজের শিক্ষকদের চাকরির ধারাবাহিকতা সম্পর্কে। কর্মকমিশন বলেছেন শিক্ষকদের চাকরির ধারাবাহিকতা সম্পর্কে করার কিছু নেই। যেদিন কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে সেদিন থেকেই তারা সরকারী চাকুরে। এ সিদ্ধান্ত কার্যকরী হলে ২৫/৩০ বছরের প্রবীণ অধ্যাপক কনিষ্ঠতম প্রভাষকের সাথে একই সারিতে দাঁড়াবেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে এই শিক্ষকদের অতীত কার্যকালের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের সুবিধা দেয়া হবে। অর্থাৎ বিশ বছর কেউ চাকরি করলে তার কর্মকাল দশ বছর গণনা হবে। এখানেও একটি শর্ত আছে। এই শর্তানুযায়ী এই কর্মকাল একটি কলেজে হতে হবে। অর্থাৎ কলেজটি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার কালে তিনি যে কলেজে আছেন সে কলেজে কর্মকালের শতকরা ৫০ ভাগের সুবিধা তিনি পাবেন। পূর্বের কোন কলেজে কর্মকালের সুবিধা তিনি পাবেন না।

আমার মনে হয় এ সিদ্ধান্তে একটি অসংগতি দেখা দিতে পারে। একজন শিক্ষক হয়ত এক কলেজে বিশ বছর চাকরি করেছেন। পরে দু বছর অন্য কলেজে বিভাগীয় প্রধান বা অধ্যক্ষ হয়ে আছেন। এ সময় কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত হল। এরপর তাঁর কর্মকাল শতকরা ৫০ ভাগের হিসাবে মাত্র এক বছর হয়ে দাঁড়ায় নাকি? আমি মনে করি এ পরিস্থিতি ভেবে দেখা দরকার।

শোনা গেছে অধ্যক্ষদের বেলায় ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এক নাগাড়ে পাঁচ বছর অধ্যক্ষ থাকলে তিনি ঐ পাঁচ বছরেরই সুযোগ পাবেন। সেখানে ৫০ ভাগের প্রশ্ন উঠবে না। আমার মনে হয়, এ সিদ্ধান্তও কোন কাজে আসবে না। কারণ পূর্বের কর্মকাল গণনা না হলে আর ঐ এক কলেজে চাকরির শর্ত থাকলে প্রবীণ অধ্যক্ষদেরও নীচে নামতে হবে। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রায়ত্ত কলেজগুলির অধ্যক্ষদের নামতে হয়েছে। উপাধ্যক্ষ বা বিভাগীয় প্রধানদেরতো কোন প্রশ্নই ওঠে না। এ সকল পদে অন্যান্য সরকারী কলেজের শিক্ষকেরা প্রমোশন পেয়ে এসেছেন।

এরপরও প্রশ্ন আছে। সকল রাষ্ট্রায়ত্ত কলেজের শিক্ষকদের কর্মকমিশনের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। আর যাদের চাকরির বয়স চার বছর হয়নি তাদের অন্যান্য বাইরের প্রতিযোগীদের সাথে পরীক্ষা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় টিকলে চাকরি থাকবে। নইলে নয়।

কর্তৃপক্ষের সকল সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাই। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হচ্ছে কেন? আর এই কলেজের শিক্ষকেরাইবা কেন এই কলেজগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার দাবী জানিয়েছিলেন?

কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হচ্ছে নিশ্চয়ই শিক্ষার উন্নতিবিধানের জন্য। বেসরকারী কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত করাও একটি বিশেষ প্রক্রিয়া, আর শিক্ষকেরাও নিশ্চয়ই শিক্ষার উন্নতি এবং চাকরির নিরাপত্তার কথা ভেবেই কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত করার দাবী জানিয়েছিলেন। এই তিনটি বিষয় এক করে দেখলে কি আমরা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি না এবং সে সিদ্ধান্ত হচ্ছে চিরাচরিত নিয়মের বাইরে গিয়েই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে? এ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে? কর্মকমিশন বা সকল সরকারী নিয়মকানুন মানতে গেলেতো আর কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রশ্ন ওঠে না। বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ ব্যবস্থাই নিতে হবে, আর কর্মকমিশন কি দাবী করতে পারেন যে তাদের নির্বাচিত শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত কলেজগুলি খুব ভাল ফল করছে পরীক্ষায়? আমার প্রশ্ন হচ্ছে কলেজ ভাল চলার সংজ্ঞা কি? গ্রাম-গ্রামান্তরের অসংখ্য বেসরকারী বিদ্যালয়ের ভাল ছাত্রদের ভর্তি করে ভাল ফলের দাবী করা কি খুব একটা অর্থবহ? সুতরাং এ ব্যাপারে নতুন সিদ্ধান্তই নিতে হবে। শিক্ষকরাও নিশ্চয়ই চাকরি হারাবার জন্য কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত করার দাবী জানাননি।

শুনেছি এ ব্যাপারে সরকারী কলেজের শিক্ষকদেরও কিছু বক্তব্য আছে। তারা বলেছেন বেসরকারী কলেজের এই অসংখ্য শিক্ষকদের এত দিনের অভিজ্ঞতা হিসাব করা হলে তারা আর প্রমোশন পাবেন না। তাদের সুবিধার জন্য হলেও একটা বাধ্যবাধকতা থাকা দরকার। আমার জবাব হচ্ছে পরিবর্তিত অবস্থা সুষ্ঠুভাবে মেনে নেয়াই শিক্ষকের ধর্ম। আর আজ যারা সরকারী কলেজে আছেন তারাতো ঐ ৬৬টি কলেজের কথা না জেনেই চাকরিতে এসেছিলেন। ঐ এলাকার পদোন্নতি বা পদাবনতি ঐ এলাকায়ই সীমাবদ্ধ থাকুক না। এছাড়া একই পেশায় থাকার বড় কথাতো সমমর্মিতা।

তাই সকল মহলের প্রতি আমার অনুরোধ, বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সহানুভূতি ও সমমর্মিতার মানসিকতা নিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা হোক। এবং সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত অন্যান্য শিল্পের কর্মচারীদের সমস্যা যেভাবে সমাধান করা হয়েছে সে পদ্ধতি বিবেচনা করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি। আমার একটি মাত্র অনুরোধ। আমি কর্তৃপক্ষকে একটি কথা স্মরণে রাখতে বলব। কথাটি হচ্ছে, শিক্ষকদের পদ বা সামাজিক মর্যাদার অবমূল্যায়ন হলে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হবে। কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত করার মূল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হবে।

—অনিকেত